শৈলজানন্দের—
নবতম নিবেদন

নিউ সেঞ্চুরীর

যাবে না যাবা

THE NEW CENTURY
PRODUCTIONS

নিউ সেঞ্চুরি প্রডাক্‌সান্সের

নবতম নিবেদন

মানে-না-মানা

(ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে গৃহীত)

গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শৈলজানন্দ

সুরশিল্পী : শৈলেশ দত্ত গুপ্ত

গীতকার : মোহিনী চৌধুরী

চিত্রশিল্পী : সুধীর বসু

শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরাণী

রাসায়নিক : ধীরেন দাশ গুপ্ত

সম্পাদক : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশক : বটু সেন

ব্যবস্থাপক : লালমোহন রায়

ষ্টুডিয়ো-তত্ত্বাবধায়ক : সুধীর সরকার

—সহকারী—

পরিচালনায়—হ্যাংটেশ্বর মুখার্জি, কমল চ্যাটার্জি, খগেন রায়, ফণী পাল।

সুরশিল্পে—শৈলেশ রায়।

চিত্রশিল্পে—গোপাল চক্রবর্ত্তী।

শব্দ যন্ত্রে—পাঁচু দাস।

সম্পাদনায়—অজিত দাস।

ব্যবস্থাপনায়—তারক পাল, অতুল স্বর্ণকার।

রসায়নাগারে—শম্ভু, মজু, সুরেশ, সামান্থ।

রূপসজ্জাকর – সুধীর দত্ত, নুরু, নারাণ।

দৃশ্যসজ্জায়—তারাপদ বিশ্বাস।

মানে না মানা

ভূমিকায়

দেবনাথ : অহীন্দ্র চৌধুরী
ভূতনাথ : জহর গাঙ্গুলী
মামা : ফণী রায়
মামার বাড়ীর জমিদার : ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
নায়েব : তুলসী চক্রবর্ত্তী
জমিদার : সন্তোষ সিংহ
কেষ্ট : রণজিত রায়
নবদ্বীপ : নবদ্বীপ
সুরবালা : মলিনা
রাণী : রেণুকা
শিবানী : সন্ধ্যা
সুরবালার মা : প্রভা
মামী : সাবিত্রী
জমিদার গিন্নি : রাজলক্ষ্মী
মাসীমা : নিভাননী

টগরী : মীনা
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী : ব্রজ ও মনোরমা
দোকান-কর্ম্মচারী : কুমার মিত্র
আশু : আশু বোস
গ্রামবাসী : প্রফুল্ল দাস (হাজুবাবু) আদল
পুরোহিত : কানু বন্দ্যো (এঃ) ন্যাংটেশ্বর, বাদল
চাপ্‌রাশী : বসন্ত (পাগলা) সুবল, কালুদোবে, ধ্রুব, বারীণ
গাড়োয়ান : কেনারাম
বাগদীবুড়ো : রাজাবাবু
ভূলো, সীতারাম, রাসবিহারী, সুষমা, (শ্যামা), বীণা, রাধা, চপলা, শেফালী, সুধাবালা, নির্মলা এবং আরও অনেকে।

মানে না মানা

(গল্পাংশ)

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একটি দাদা বৌদিদি আর দেওরকে নিয়ে এই পারিবারিক চিত্র-নাট্য।

বৌদিদি সুরবালার এক অদ্ভুত সংসার।

নিজের ছেলেপুলে নেই, একটি সৎ-দেওর আর একটি সৎ-ননদকে ছোট থেকে মানুষ করেছে; তাদের নিয়েই গোলমাল করে' দিন চালায়। স্বামী দেবনাথ—আধ্-পাগলা মানুষ, মাটির ঠাকুর গড়ে, আর সৎ-ভাই ভূতনাথের কেউ যদি নিন্দে করে তো চটে লাল হয়ে যায়।

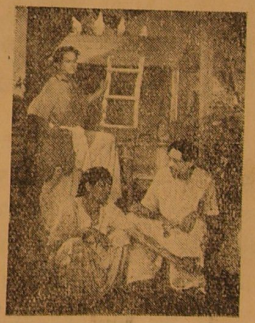

সুরবালার একটি সহোদর বোন আছে, এখনও তার বিয়ে হয়নি। সুরবালার ইচ্ছে—সেই বোনটির সঙ্গে সৎ-দেওরের বিয়ে দিয়ে দু'বোনে এক সঙ্গে ঘর-সংসার করে।

কিন্তু সুরবালার মায়ের পছন্দ হলো না ভূতনাথকে। বললে: 'না বাছা, তোর দেওরটি দেখতে ঠিক গাড়োয়ানের মত। ওর সঙ্গে রাণীর বিয়ে আমি কিছুতেই দেবো না।'

এই না শুনে ভূতনাথের দাদা দেবনাথ গেল চটে। বললে: 'আমার ভাই গাড়োয়ান তো গাড়োয়ান। আমিই যে বিয়ে দেবো না আপনার মেয়ের সঙ্গে।'

ভূতনাথ বললে: 'ভালই হ'লো বৌদি, আপনার-জন যত দূরে দূরে থাকে ততই ভালো।'

সুরবালার মন কিন্তু কিছুতেই মানা মানে না। সে শুধু কাঁদে আর বলে: 'কেন যে আমার এ সাধ, তা তোমরা কেউ বুঝবে না। কেউ বুঝবে না।'

* * * *

ভূতনাথের বিয়ে না হয় হ'লো না। কিন্তু কাজকর্ম্ম কিছু তো করতে হবে! দাদা বললে: 'ভূতু, এবার চাকরি-বাকরি কর্।'

মানে না মানা

ভূতনাথ তার দাদাকে মুখের ওপর কিছু বলতে পারলে না, কিন্তু মনের ইচ্ছে চাকরি যেন না করতে পারলেই ভাল হয়।

বৌদি সুরবালা তার মনের কথা বুঝতে পারলে। বললে, 'রোজগার না করলে খাবে কি?'

ভূতনাথ বললে: 'আমরা তবু দু'বেলা খেতে পাই বৌদি, কিন্তু আমাদের এই গ্রামে এমন অন্ততঃ পঞ্চাশটি ঘর আছে, যারা একবেলাও পেট ভরে' ভাল করে' খেতে পায় না। আমি আগে তাদের জন্যে কিছু করবো।'

'ছাই করবে!'—বৌদিদি বললে: 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম! আগে নিজের ব্যবস্থা কর, তারপর অন্যের ব্যবস্থা কোরো।'

এই বলে' বৌদি চুপ করে' রইলো। ভূতনাথের ওপর রাগ করেই সে আর কিছু বললে না।

* * * *

দেবনাথ ওদিকে তার একটি চাকরির ব্যবস্থা করলে।—গ্রামের জমিদার তারিণীখুড়োর বাড়ীতে।

ভূতনাথকে বাধ্য হয়ে সেইখানেই চাকরিতে ঢুকতে হ'লো।

যত গোলমাল বাধলো কিন্তু এইখানেই।

তারিণীখুড়ো কৃপণ, কঞ্জুষ, সুদখোর—সে এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। ভূতনাথের সঙ্গে তার বনবে কেন?

মানে না মানা

শেষ পর্য্যন্ত হলোও তাই। তারিণীখুড়োর বাড়ীতে একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্যে ভূতনাথের দাদা দেবনাথকে চুরির অপরাধে ধরা পড়তে হ'লো। অথচ বেচারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

সুখের সংসারে ভাঙ্গন ধরলো।

ঝগড়াঝাঁটি শেষে এমন পর্য্যায়ে উঠলো যে ভূতনাথ তার বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল বাড়ী পরিত্যাগ করে' চিরদিনের মত।

বৌদি বললে: 'যাক্‌গে। যতদিন ভালবাসবো ততদিন বৌদি, নইলে কেউ নই। সৎ কখনও আপনার হয় না। ওরা আমাদের কেউ নয়।'

সত্যই কি তাই?

যে-ভালবাসার বন্ধন এতদিন তাদের এক করে' রেখেছিল তা কি কিছুই নয়?

শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ের সে দুর্বার টান কারও মানাই মানলে না। কেমন করে' এই অশ্রুকরুণ পারিবারিক জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হ'লো, মানবহৃদয়ের সেই রহস্যময় বিচিত্র ইতিহাস নিজের চোখে দেখা এবং নিজের কানে শোনাই ভালো।

মানে না মানা

রাণী ও শিবানী

রাণী : মানে না মানে না মানে না মানা।
চাঁদের আলোয় কোথা এলো রে জোয়ার
ও চাঁদ জানে না জানে না জানে না।
শিবানী : ও বাউরী মেয়ে—
কোন্ মাতাল হাওয়ায় তোর মন উড়ে যায়
ছাখ্‌লো চেয়ে, তুই ছাখ্‌লো চেয়ে।
রাণী : মন-হারা তাই বনের পাখী
ঘরের মায়া পিছু টানে না॥
শিবানী : তোর ভরা গাঙে আনলো কে কূলভাঙ্গা ঢেউ
তার নামটি কি জানলো না জানলো না কেউ।
রাণী : মনে আমার মন-রাঙ্গানো মনের কথা ছিল
শিবানী : লুকানো সে বুকের মধু কে গো লুটে নিল
রাণী : জানি জানি সে আছে কোথায়,
(তারে) আঁখি কেন খুঁজে আনে না॥

—মোহিনী চৌধুরী

শিবানী

কিছু বলে মন
কিছু বলে দুটি আঁখি।
কিসের পিয়াসে মৌমাছি আসে
কুসুম তা জানে না কি॥
উতলা বনের লতা
বলে না মনের কথা
ফুলে ফুলে ফোটে আকুলতা তার
জানে, শুধু জানে বন-পাখী॥

মানে না মানা

প্রদীপ যে বলে ওগো প্রজাপতি
কাছে এসো দেবো আলো
আঁধার বলে ও যে অনলের জ্বালা
দূরে দূরে থাকা ভালো।
ও যে বিজলীর হাসি
ও যে সাপুড়িয়া-বাঁশী
মরণ-খেলায় যে মোরে ভুলায়
তারে বারে বারে কাছে ডাকি॥

—মোহিনী চৌধুরী

ভূতনাথ ও শিবানী

জয় হবে হবে জয়
মানবের তরে মাটির পৃথিবী
দানবের তরে নয়॥
জাগো চাষী-ভাই জাগোরে সবাই
যাতে হাত দিয়ে কাজ করে' যাই
তোমাদের হাতে ক্ষুধার অন্ন
তবে কেন মিছে ভয়॥
যতদিন দেহে আছে প্রাণ
ততদিন সাথে আছে ভগবান
ভয় নাই ওরে ভয় নাই তোর
হবে নাকো পরাজয়॥

—মোহিনী চৌধুরী

ভিলেজ্ নৃত্যগীত পার্টি

স্ত্রী : ও তুই ডাকিস মিছে
কেন আসিস পিছে
আমি যাব না যাব না ঘরকে।
পু : পায়ে ধরে: কেঁদে
বুকে রাখবো বেঁধে
যদি যাবি তো ভেঙ্গে যা বুকের পাঁজরকে॥
স্ত্রী : ঘরে তো শুনি তোর
হাহাকার হায় রে—

মানে না মানা

পু: দুঃখের নিশি মোর
নাহি পোহায় রে—!
স্ত্রী: (খালি) পায়ে ধরে যারা
পায়ের ধূলো ছাড়া
আর কিছু কি পায় রে!
পু: মানি মানি ওগো লক্ষ্মীরাণী,
আমি পারব না পারব না তর্কে॥
স্ত্রী: তোরা জাত-ভিখারী
সব ফক্কিকারী
শুধু থাকিস বসে।
পু: মোদের নাই যে কিছু
তাই তোদের পিছু
ঘুরি কপাল দোষে।
স্ত্রী: তোরা একই তো গাঁয়ে
বাস করিস সবাই রে।
সবাই যে ভাই তোর
পর যে কেউ নাই রে।
পু: তবে সুখে দুখে মনে মুখে
তোমার কথা রাখি
ঘরে কি বাইরে।
স্ত্রী: বল বল কবে
সেই সুদিন হবে
যবে আপন করে' নিবি পরকে।
সেদিন যাব রে যাব তোর ঘরকে॥

—মোহিনী চৌধুরী

MOHAMMADI PRESS, CALCATTA.